গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০৪.২০-৬৫২

তারিখ: ০৬ পৌষ ১৪২৭ ব:
২১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি:

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর/২০২০ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল (Zoom Online Platform) ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২১/১২/২০২০

(আরিফ আহমদ)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
(দৃঃ আঃ জনাব জসীম উদ্দিন হায়দার, পরিচালক-১২)।
২. সদস্য (সিনিয়র সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সদস্য (সিনিয়র সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/কারা/উন্নয়ন/প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৭. যুগ্মসচিব (মাদক/অগ্নি), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮. পরিচালক (পূর্ত) ই ইন সিজ ব্রাঞ্চ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
১৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২০. উপসচিব (পরিকল্পনা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	মো: শহিদুজ্জামান সচিব সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ	:	২৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রি:
সময়	:	বেলা ২.৩০ টা
স্থান	:	ভার্চুয়াল (Zoom Online Platform) ভিডিও কনফারেন্স
সভায় উপস্থিতি		সভায় অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন, প্রশাসন ও অর্থ, কারা ও উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (অগ্নি/মাদক নিয়ন্ত্রণ), প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (স্বরাষ্ট্র),উপসচিব (উন্নয়ন), উপসচিব (পরিকল্পনা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও সকল প্রকল্প পরিচালকগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় জুম ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যোগদানকৃত সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বর্তমান ও আসন্ন শীতে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যাদি যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, চলতি অর্থ বছরের প্রথম চার মাস ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু এ সময়ে এডিপি বাস্তবায়ন আশাব্যঞ্জক নয়। তিনি আরো বলেন, প্রথম কোয়াটার ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম কোয়াটারে যে সকল ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি, সে গুলো পর্যালোচনা করে পরবর্তী কোয়াটারসমূহে তা প্রতিফলনপূর্বক প্রয়োজনে ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা সংশোধনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২। অত:পর সভার আলোচ্য সূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার জন্য তিনি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে অনুরোধ জানান। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৭টি প্রকল্পের (১টি নতুনসহ) অনুকূলে ১১৭৭.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে এর মধ্যে জিওবি খাতে ১১৬৭.১৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ১০.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত ২৯৬.৭০ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে, যা বরাদ্দের ২৫.২০% এবং মোট ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৩৪.১০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের মাত্র ১১.৩৯% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৪৫.১৯%। এ পর্যায়ে অর্থ অবমুক্তির তুলনায় অর্থ ব্যয় কম হওয়ার বিষয়ে উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, চলতি বছরের নতুন ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়েছে অর্থ্যাৎ বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক। কিন্তু পন্য ও পূর্ত কাজের ক্রয় সমাপন্তে বিল পরিশোধের বিধান থাকায় অর্থ ব্যয় কম হয়েছে। উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে আরো জানান যে, অর্থ বিভাগ সম্প্রতি প্রকল্পের অগ্রাধিকার ক্রম অনুযায়ী অর্থছাড়ের নীতির পরিবর্তে প্রকল্পওয়ারি বরাদ্দের ২৫% অর্থ সংরক্ষণের শর্তে এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড়ের নীতি গ্রহণ করায় এ বিভাগের এডিপি বরাদ্দের ২৫% সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৩। সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি'তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪৪০.০০ কোটি টাকা এর মধ্যে ২৫% বরাদ্দ সংরক্ষণ ও আন্ত:প্রকল্প উপযোজনের পর বরাদ্দ ৩৩২.৫০ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ১৭২.৫৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩৯.২১%), ব্যয় হয়েছে মোট ১২৭.৬৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ২৯% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৩.৯৬%। কারা অধিদপ্তরের ৭টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৬৭.০৬ কোটি টাকা এর মধ্যে ২৫% বরাদ্দ সংরক্ষণ ও আন্ত:প্রকল্প উপযোজনের পর বরাদ্দ ২৭৫.২৯৫০ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ৪৯.০৮ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১৩.৩৭%), ব্যয় হয়েছে ৩.৮৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের মাত্র ১.০৫% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের মাত্র ৭.৮৮%। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৫০.১০ কোটি টাকা এর মধ্যে ২৫% বরাদ্দ সংরক্ষণ ও আন্ত:প্রকল্প উপযোজনের পর বরাদ্দ ২৬৭.৫৭৫০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ৭৫.০৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২১.৪৩%) ব্যয় হয়েছে ২.৬০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ০.৭৪% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৩.৪৬%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২০.০০ কোটি টাকা এর মধ্যে ২৫% বরাদ্দ সংরক্ষণ ও আন্ত:প্রকল্প উপযোজনের পর বরাদ্দ ৩৩২.৫০ কোটি টাকা এবং এ প্রকল্পের কোনো অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় করা হয়নি।

৪। বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন :

২৯.০৯.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে সভায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়। তবে সিদ্ধান্ত ৫.৪.২ এর গ তে প্রথম লাইনে 'বিভিন্ন' শব্দের পরিবর্তে 'একটি' প্রতিস্থাপিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। **বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনাঃ**

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সভাকে জানান যে, অর্থ বিভাগ অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের ২৫% সংরক্ষণের শর্তে অগ্রাধিকার ক্রম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অর্থ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের ২৫% সংরক্ষণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সকল প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২৫% অর্থ সংরক্ষিত থাকবে। অর্থ্যাৎ প্রকল্পওয়ারি এডিপি বরাদ্দ একই থাকবে, কিস্তি, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় করা যাবে ৭৫% বরাদ্দের। ফলে প্রকল্পের ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। তবে যে সকল প্রকল্পের বরাদ্দ ২৫% সংরক্ষণের পর আন্ত:প্রকল্প উপযোজন করা হয়েছে, কেবল সে সকল প্রকল্পের ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা উপযোজনের পর প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। অত:পর তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রকল্পসমূহ

৫.১ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ৪১৯.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, বিবেচ্য প্রকল্পটি নির্মাণধর্মী এবং জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে জটিলতা রয়েছে এবং প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। ফলে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪৬টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও ৫-৬টি ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণ জটিলতায় নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। এ প্রকল্পের আওতায় ৮টি ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণ পর্যায়ে আছে। এ সকল স্থানে স্টেশন নির্মাণ করা সম্ভব না হলেও জমি অধিগ্রহণ করা গেলে এডিপি বাস্তবায়নের হার বাড়বে, পরবর্তীতে চলমান অন্য প্রকল্পে বা নতুন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন সহজ হবে। প্রকল্প পরিচালক এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

৫.১.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের আওতায় যে সকল ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা সম্ভব হবে না; সেগুলো ডিপিপি থেকে বাদ দিয়ে আরডিপিপি অনুমোদনের উদ্যোগ নিতে হবে।

(খ) এ প্রকল্পের বিপরীতে প্রদত্ত বরাদ্দ ব্যয় এবং প্রকল্পের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নে বিদ্যমান

বাধাসমূহ দুরীকরণ এবং প্রকল্পের কাজের মানের প্রতি সচেষ্ট হবার জন্য প্রকল্প পরিচালক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(গ) এ প্রকল্পে যে সকল ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজ সম্ভব নাও হতে পারে; সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেগুলোর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

৫.২ দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। সভাপতি এ প্রকল্পের বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধিকে প্রকল্পের অগ্রগতি জানাতে অনুরোধ করেন। গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, ১৫৬টি ফায়ার স্টেশনের মধ্যে ৯০-১০০% ভৌত কাজ শেষ হয়েছে সেগুলো আগামী জানুয়ারি ২০২১, যে সকল স্টেশনের ৬১-৯৩% ভৌত কাজ শেষ হয়েছে সেগুলো ৩১ মার্চ ২০২১, যে সকল স্টেশনের ৪১-৬০% ভৌত কাজ শেষ হয়েছে (৫টি স্টেশন) সেগুলো ১০ মে ২০২১, যে সকল স্টেশনের ৩১-৪০% ভৌত কাজ হয়েছে সেগুলো (৬টি স্টেশন) ৩১ মে ২০২১ এবং যে সকল স্টেশনের ৫-১০% ভৌত কাজ হয়েছে (৯টি স্টেশন) সে সকল স্টেশন আগামী ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে শেষ করা হবে। প্রকল্প পরিচালক এ পর্যায়ে বলেন যে, জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি এবং নির্মাণ কাজে বিভিন্ন জটিলতার জন্য ১২টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। এ সকল স্টেশনসমূহ চলমান অন্য কোন প্রকল্পে অথবা নতুন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫.২.১ সিদ্ধান্ত

(ক) দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, চলমান নির্মাণ কাজের বাস্তবায়নের অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

(খ) যে ১২টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না, সে সকল ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রাখতে হবে এবং এ সকল ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজ অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৩ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে যে সকল উপকরণ ক্রয় করা যাবে তা অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় পরিকল্পনা করতে হবে এবং সংশোধিত উপকরণ ক্রয়ের জন্য ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া খুলনা শীপইয়ার্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বোটগুলো নকশা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।

৫.৩.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক চাহিদাকৃত উপকরণ ক্রয় করতে হবে।

(খ) খুলনা শীপইয়ার্ড কর্তৃক ডিপিএম এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত বোটগুলো যথাযথ নকশা অনুযায়ী প্রস্তুত হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখে প্রকল্প পরিচালক একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(গ) ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে পিআইসি, পিএসসি সভা আহ্বান করে নীতিগত সুপারিশ গ্রহণ সাপেক্ষে আরডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫.৪ ১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২য় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে জমি

বরাদ্দে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় অপরাগতা প্রকাশ করায় জমি অধিগ্রহণের জন্য তিনি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করবেন। সভাপতি এ পর্যায়ে বলেন যে, Green City কে কভার করবে এ রকম স্থান নির্বাচন করে প্রস্তাবিত ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করতে হবে।

৫.৪.১ সিদ্ধান্ত

(ক) প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সরেজমিনে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত ২য় ফায়ার স্টেশনের জন্য জমি পরিদর্শন করবেন এবং Green City কে অগ্নি নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনায় সহায়তা প্রদান করতে পারবে এমন স্থান নির্বাচন করে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব পেশ করবেন।

(খ) প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

৫.৫ Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটির মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। বৈদেশিক অর্থায়নে KOIKA এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে সরকারে কোন আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই। এ প্রকল্পের জন্য সম্প্রতি ইআরডি হতে প্রকল্পটির মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, বিল্ডিং স্থাপনের পর এখানে Software এর বিভিন্ন উপকরণ বসানোর কাজ হবে এবং এখনো বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে তারা ১ বছরের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করেছেন।

৫.৫.১ সিদ্ধান্ত

(ক) দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি ধাপে মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।

কারা অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

৫.৬. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ২৫১.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। ভৌত অগ্রগতি হলেও এর ১ম সংশোধিত ডিপিপি ৪১৯.২৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ে তা পরীক্ষাধীন রয়েছে। তিনি আরো জানান এই প্রকল্পে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সংযুক্ত ও প্লিন্থ এরিয়া অনেক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে, এটিকে সামনে রেখে বিভিন্ন জেলা কারাগার প্রকল্প সংশোধন করা হচ্ছে মর্মে দেখা যাচ্ছে। সভাপতি যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সংশোধন প্রস্তাব দিতে হবে মর্মে মতামত প্রদান করেন। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, সংশোধিত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। এ পর্যায়ে উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, সংশোধনী প্রস্তাবনায় কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে- তা সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট যৌক্তিকতা এবং পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনার আলোকে পুনর্গঠন করে প্রেরণ করতে হবে।

৫.৬.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ বিধি সম্মতভাবে ব্যয় করে সন্তোষজন বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) এ প্রকল্পের প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধির পাশাপাশি কোয়ার্টার, অফিসার্স মেস, শেড নির্মাণ ইত্যাদি যৌক্তিক ও বাস্তব সম্মত হতে হবে। জেল খানায় কতজন কর্মকর্তার জন্য রেস্ট হাউজ/অফিসার্স মেস করা হয়েছে তা প্রস্তাবনায় থাকতে হবে এবং অন্য সকল কারাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে এ সকল যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিতে হবে।

৫.৭ কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রশাসনিক ভবন, অডিটরিয়াম, মেস ইত্যাদি ফিনিশিং পর্যায়ে আছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, বিগত মাসে এই প্রকল্পের অগ্রগতি খুব মন্থর হলেও এ মাসে অগ্রগতি সন্তোষজক হয়েছে। তবে প্রকল্প সংশোধনের লক্ষ্য আরডিপিপি প্রস্তাব সম্প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, যা মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীন রয়েছে।

৫.৭.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের আওতায় অডিটরিয়াম ভবন, জেলার, ডেপুটি জেলারের মেস, কমান্ডেন্ট এর বাসভবন, কোয়ার্টার গার্ড, মসজিদ, ব্যারাকসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মানের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।

(খ) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাচাই বাছাই করে আরডিপিপি'র প্রাক্কলন যৌক্তিকভাবে প্রস্তাব করতে হবে।

৫.৮ ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, অনুমোদিত অঙ্গসমূহের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.৮.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ চলমান রাখতে হবে।

(খ) আরডিপিপি'র কলেবর কমিয়ে প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস করতে হবে।

৫.৯ কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্প পরিচালক বদলি হওয়ায় এআইজি (প্রিজন্স) সভাকে অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পের মোবাইল জ্যামার ব্যতিত সকল ক্রয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি জানান এ প্রকল্পে স্থাপিত আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন সিসিটিভি ক্যামেরাসহ বিভিন্ন উপকরণ চালু রাখার জন্য জনবল, প্রশিক্ষণ, মেরামতের জন্য কারা অধিদপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। একই সাথে প্রস্তাবিত মোবাইল জ্যামার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হাতের নাগালের বাইরে একটি খাঁচায় রেখে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় রাখা যেতে পারে।

৫.৯.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের ক্রয়কৃত সকল উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে এবং মোবাইল জ্যামার হাতের নাগালের বাইরে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে।

৫.১০ পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, কম্বল ফ্যাক্টরির মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং সরকারের অনুকূলে আদেশ হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত নকশা ইইনসিকে পর্যালোচনার জন্য দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে ইইনসি এর লে: কর্ণেল শাকিল বলেন যে, Initial ডিজাইন তারা পেয়েছে তবে কোন এস্টিমেট ডিজাইনের Soft কপি পায়নি। Soft কপি স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের জন্য প্রয়োজন। ডিজাইন টেকনিক্যাল কমিটির সভায় উপস্থাপন করে মতামত নেয়া যেতে পারে।

পাশাপাশি কনসালটেন্ট প্রদত্ত ডিজাইন ও স্ট্রাকচার সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা (গণপূর্ত, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও প্রত্নতত্ব অধিদপ্তর) হতে ভেটিং নিতে হবে। টেকনিক্যাল কমিটির মিটিং-এ এসকল বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে।

৫.১০.১ সিদ্ধান্ত

(ক) যে সকল জোনে নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে ইইনসি দ্রুততার সাথে সে সকল জোনের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(খ) টেকনিক্যাল কমিটি পুন:গঠনপূর্বক দ্রুত সভা করতে হবে।

(গ) কম্বল ফ্যাক্টরির মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় এখন মার্কেট ভবন স্থানান্তরসহ স্কুল ও অন্যান্য স্থাপনা অপসারণ/স্থানান্তর বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিতে মাননীয় মেয়র, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্যদের নিয়ে সভা করতে হবে।

(ঘ) পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গায় অবস্থিত সিটি কর্পোরেশনের মার্কেট অপসারণের বিষয়ে মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর সাথে সমন্বয় করে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.১১ কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজে দরপত্রের উল্লেখিত দর প্রাক্কলিত দরের ১০% এর অধিক হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। একাধিকবার টেন্ডার আহ্বান করা হলেও কাংখিত দর না পাওয়ায় গণপূর্ত বিভাগ দরপত্র প্যাকেজ, দরপত্রের শর্তাবলী এবং দর পর্যালোচনাপূর্বক পূর্বে প্যাকেজ ও ইস্টিমেট পুন: দরপত্র আহ্বানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫.১১.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজে দরপত্রের উল্লেখিত দর প্রাক্কলিত দরের ১০% এর অধিক হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। একাধিকবার টেন্ডার আহ্বান করা হলেও কাংখিত দর না পাওয়ায় পুন: দরপত্র আহ্বানের পূর্বে প্যাকেজ ও ইস্টিমেট পুন: বিবেচনার উদ্যোগ নিতে হবে।

৫.১২ নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ভৌত অবকাঠামো দরপত্র আহ্বান পর্যায়ে রয়েছে এবং এখানে সকল নির্মাণ কার্যক্রম ১টি প্যাকেজের আওতায় থাকায় সেগ্রিগেট করে ৫টি প্যাকেজে বিভক্ত করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, এ প্রকল্পের বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকা হতে ২৫% সংরক্ষণ রেখে ৩৭.৫০ কোটি টাকা মধ্যে মাত্র ৪.০০ কোটি টাকা এ অর্থ বছরে ব্যয় করা যাবে মর্মে কারা অধিদপ্তর জানিয়েছে এবং একই সাথে ৩৩.৫০ কোটি টাকা উপযোজনের প্রস্তাব দিয়েছেন।

৫.১২.১ সিদ্ধান্ত

(ক) প্রকল্পের চাহিদা প্রেরণের পূর্বে ভাল করে যাচাই করতে হবে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৫.১৩ জামালপুর জেলা কারাগার পুন: নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি সম্প্রতি নতুন অনুমোদন হয়েছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উপযোজনের মাধ্যমে এ প্রকল্পে ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা

হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ডিজিটাল নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে। স্থাপত্য নকশা দ্রুত প্রয়োজন। স্থাপত্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর তিনি বলেন, টেন্ডার আহ্বানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.১৩.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে স্থাপত্য বিভাগকে দ্রুত নকশা প্রণয়ন করতে হবে। একই সঙ্গে উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত ১০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর প্রকল্পসমূহ:

৫.১৪ ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটি প্রায় সম্পন্ন এবং ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত। গাজীপুরের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের জমি নিয়ে মামলা চলমান আছে, তাই এর কাজ করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প সংশোধনের মাধ্যমে গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নির্মাণ কাজ ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে স্থানান্তর করা হবে।

৫.১৪.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত করতে হবে।

(খ) গাজীপুরের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা চলমান থাকায় এটি এ প্রকল্প হতে বাদ দিয়ে প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্তি করতে হবে এবং প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গাজীপুরের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নির্মাণ কাজ মামলার জন্য করা সম্ভব না হওয়ায় তা ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিতে হবে।

৫.১৫ বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প:

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিবেচ্য প্রকল্পের চলমান কার্যাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে চলতি বছরের বরাদ্দ ব্যয় করা সম্ভব হবে এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত ৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। তিনি অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আগামী ডিসেম্বর/২০২০ এবং মার্চ/২০২১ এর মধ্যে দু'টি এলসির বিপরীতে প্রকল্প বরাদ্দের ৯৫% অর্থ ব্যয়িত হবে বলে সভাকে অবহিত করেন। একই সাথে সিআর কমিটি যে সকল উপকরণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে, সে বিষয় উপস্থাপন করেন।

৫.১৫.১ সিদ্ধান্ত

(ক) দেশের অভ্যন্তরে সকল আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ থেকে ই-পাসপোর্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানের (ইস্যু) উদ্যোগ নিতে হবে।

(খ) ইতোমধ্যে যে সকল আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু হয়েছে সে সকল আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে যে কারিগরি ত্রুটি দেখা দিচ্ছে সে সকল ত্রুটি দূরীকরণে প্রয়োজনে জেলা কার্যালয় পরিদর্শন করতে হবে এবং পেন্ডিংগুলো নিষ্পত্তি করতে হবে।

(গ) জনগণের মধ্যে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচলিত ভ্রান্তি নিরসনে টিভিসি তৈরি করে তা ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে।

(ঘ) চেঞ্জ রিকোয়েস্ট সহজ বোধগম্য করে উপস্থাপনের মত করে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা কমিটির টেকনিক্যাল ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তাদের মতামতের আলোকে প্রস্তাব প্রস্তুত করতে হবে।

৫.১৬ ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের অধীন লালমনিরহাট, পিরোজপুর, খাগড়াছড়ি, ঝালকাঠি, শেরপুর, পঞ্চগড় ও গাইবান্ধায় জমি অধিগ্রহণের পর গণপূর্ত বিভাগ ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গা, জয়পুরহাট ও ঠাকুরগাঁও এ খাতে জমি বরাদ্দ চলমান আছে এবং নীলফামারী, নড়াইল, কুড়িগ্রাম, সিলেট ও বান্দরবান এর অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.১৬.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জমির রেট নিয়ে দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির উদ্দ্যোগ নিতে হবে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করে স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) আরডিপিপি'র প্রস্তাব দ্রুততার সাথে প্রেরণ করতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর প্রকল্প:

৫.১৭ ৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ৩৬.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও কোন অর্থ ব্যয় করতে পারেনি। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহীর ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং দ্রুত এর কাজ শুরু হবে। চট্টগ্রাম এর টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য আরডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। অতিদ্রুত দরপত্র আহ্বান করা হবে।

৫.১৭.১ সিদ্ধান্ত

(ক) এ প্রকল্পের বরাদ্দের বিষয়ে স্থানীয় নির্বাহী প্রকৌশলীদের সাথে কথা বলে অর্থের চাহিদা সংগ্রহ করে অর্থ ছাড়ের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬। সভায় আলোচনাক্রমে এ পর্যায়ে সমাপ্ত সকল প্রকল্পের পিসিআর পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সমাপ্ত এবং চলমান উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করে আইএমইডি'র নিয়মিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ/মন্তব্যের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংশের ভেরিয়েশন করে কার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে। যা পরিকল্পনা নীতিমালার পরিপন্থী। তিনি ভবিষ্যতে এ জাতীয় ভেরিয়েশন যাতে আর না ঘটে সে লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

৭। চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ব্যয় ও চলমান প্রকল্পসমূহ গুণগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সভায় সাধারণভাবে প্রতিপালনের জন্য নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(৭.১) বর্তমান সরকারের ২০০৯ এর নির্বাচনী ইসতেহারের অঙ্গীকার পূরণার্থে সকল উপজেলাতে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৭.২) চলমান কোভিড ১৯ এর কারণে সরকারি বিধি নিষেধ অনুসরণ করে পূর্ত কাজ চলমান রাখার বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট হতে হবে;

(৭.৩) যে সকল প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সময় মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি অতি দ্রুত সংশোধনের আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

(৭.৪) অর্থ বিভাগের সর্বশেষ নির্দেশনায় উচ্চ/মধ্যম/নিম্ন অগ্রাধিকার এর কোন ক্যাটাগরি না থাকায় সকল প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২৫% সংরক্ষণ রেখে বরাদ্দ যথাযথ মান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্পের ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(৭.৫) প্রত্যেকটি প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত ডিপিপির প্রভিশন অনুযায়ী সরকারি সকল বিধি বিধান মেনে ও কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

(৭.৬) যে সকল প্রকল্পে বর্তমান অর্থবছরে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয় রয়েছে যেসকল প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের নিমিত্ত কারিগরি বিনির্দেশনা (Technical Specification) প্রণয়ন ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ এবং কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে;

(৭.৭) প্রকল্প পরিচালকগণ প্যাকেজ ভিত্তিক এবং কম্পোনেন্ট ওয়াইজ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং গৃহীত পদক্ষেপের হালনাগাদ তথ্য ও অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং প্রকল্প সাইটের নির্মিতব্য অবকাঠামোর বিভিন্ন এঙ্গেলের ছবি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন এবং প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন;

(৭.৮) প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থছাড়, মনিটরিং, প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের বিষয়ে সকল প্রকার যোগাযোগ উন্নয়ন উইং এর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে;

(৭.৯) কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(৭.১০) পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী প্রতি ০৩ মাস অন্তর প্রকল্পের পিআইসি সভা এবং প্রতি ০৪ মাস অন্তর প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে;

(৭.১১) (১) ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু পিসিআর এখনও মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি এমন সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাপ্ত ৩টি প্রকল্প যথাক্রমে (ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত), (খ) মহিলা কারারক্ষিদের জন্য আবাসন নির্মাণ এবং (গ) The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it)] সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (গ ক্রমিকের প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি'র ছকে প্রণয়ন করতে হবে)। এছাড়া; মহিলা কারারক্ষিদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের ঘটনাত্তোর সংশোধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(২) আইএমইডি কর্তৃক যে সকল প্রকল্পের ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনার ত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সে সকল প্রকল্পের ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা সংশোধন করে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।

(৩) "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ" শীর্ষক সমাপ্তি প্রকল্পের পিসিআর এর উপ আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও তা আইএমইডি কে অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।

(৭.১২) (ক) ডিপিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং নতুন প্রকল্পের ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা অনুসরণ করে ডিপিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করতে হবে;

(৭.১৩) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের সাথে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে;

(৭.১৪) পিডব্লিউডিসহ মাঠ-পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কাজ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকগণ স্ব স্ব এলাকায় অবস্থান করে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের কাজ তদারকি করবেন;

(৭.১৫) প্রত্যেক প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন করা এবং প্রকল্প এলাকায় সাইটবুক সংরক্ষণ করা যাতে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ কাজের মান ও অন্যান্য বিষয়ে মতামত প্রদান করতে পারেন;

(৭.১৬) পরিকল্পনা নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ও পরিমাণের ব্যতয়ের ক্ষেত্রে যে নীতি ও বিধি অনুসরণের অনুশাসন রয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে; এর অন্যথা হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত দায় হিসাবে গণ্য করা হবে;

(৭.১৭) প্রকল্প সমাপ্ত হবার পর প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন নিয়মানুযায়ী ফেরত প্রদান করতে হবে।

৮। ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার ক্রম সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের প্রস্তাবিত এবং সবুজ পাতায় উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর বিষয়ে সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুততার সাথে এই সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত

(ক) নীল পাতায় উচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহের ডিপিপি আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে প্রস্তুত করতে হবে।

(গ) ডিপিপি প্রণয়নের সময় যৌক্তিকতা, বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে প্রস্তাব করতে হবে।

৯। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/১১/২০

(মোঃ শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।